[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] –[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]

সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ আসনের সাংসদ আকম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাংসদ ও বাংলাদেশ যুব লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সেলিম আলতাব জর্জ ও জোটের শরীক জাসদ সভাপতি কুষ্টিয়া-২ আসনের সাংসদ হাসানুল হক ইনুসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান বলেন, কুষ্টিয়ায় যে উন্নয়ন আপনি দিয়েছেন, এবং হানিফ সাহেব তা বাস্তবায়ন করেছেন তা সত্যি দেশ স্বাধীনের পর আর কেউ দেয়নি। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাইপাস সড়ক, শেখ রাসেল সেতু, শেখ কামাল ষ্টেডিয়াম, সুইমিংপুলসহ অসংখ্য দৃশ্যশান উন্নয়নের সারথী হয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সুসংগঠিত হওয়ার কারনের এ পর্যন্ত আগুন সন্ত্রাস হয়নি কুষ্টিয়ায়। আমাদের নেতা হানিফ সাহেবের নেতৃত্বে সন্ত্রীাস কবলিত এই কুষ্টিয়া জেলা এখন অনেকটাই ভালো।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী বলেন, এই কুষ্টিয়ায় এখন সুবাতাস বইছে। একটা সময় সন্ত্রাসীদের ভয়ে রাতের ঘুম হারাম হয়েছিল। সন্ত্রাসকবলিত এই এই জনপদের মানুষ আগের চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যকে বর্তমানে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই বসবাস করার এই ব্যবস্থা বর্তমান সরকার নিশ্চিত করেছে। তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ায় যে চারটি আসনে নৌকা প্রার্থী হয়েছে এই নৌকার প্রাথীদের বিজয়ী করতে আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাই।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাথে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার অনুরোধে লালন সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহসভাপতি বরিকুল ইসলাম বাঁধন।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এসময় সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা, থানা, পৌর আওয়ামী লীগ, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অংশগ্রহণমূলক, অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে: ইসি আহসান হাবিব

খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার (ইসি) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) আহসান হাবিব খান বলেছেন অংশগ্রহণমূলক, অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে।

তিনি বলেন, ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং ভোট প্রদান করবে, সেই পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের। যেখানে ঝামেলা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনী কাজ করবে এবং টহল দেবে। অংশগ্রহণমূলক, অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কেউ ঝামেলা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অসদাচরণের জন্য প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে বলেও জানান তিনি।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অনিয়ম করলে ছাড় নয়। ভোটকেন্দ্রের বাইরে কেউ ঝামেলা করলে পুলিশ অ্যাকশন নেবে। বিশৃঙ্খলা করার সুযোগ নেই, সেই সুযোগ আমরা দেব না। কোথাও অনিয়ম হলে সেই কেন্দ্রের ভোট বন্ধ হবে। তদন্ত সাপেক্ষে দায়িত্বরতদের সাসপেন্ড করা হবে, অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমাদের কাছে কোনো ছাড় নেই। আমরা জিরো টলারেন্স মন্ত্রে বিশ্বাসী।

তিনি আরো বলেন, নতুন আইন করা হয়েছে, সাংবাদিকদের ক্যামেরা কেউ ভাঙচুর করলে দুই থেকে সাত বছরের জেল হবে। আমরা সাংবাদিকদের কার্যবান্ধব এবং সহযোগী হিসেবে রাখার জন্য সকল সুযোগ রেখেছি। সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। যখন ভোট গণনা হবে, সেটাও ভিডিও করতে পারবেন সাংবাদিকরা। এরচেয়ে বেশি স্বচ্ছতা কি হতে পারে। সাংবাদিক হিসেবে আপনারা সঠিক জিনিসটা প্রকাশ করেবেন। এতে নির্বাচন কর্মকর্তারা সচেতন ও সতর্ক হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকীবসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তফসিল ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত ৯০ দিনের মধ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করে ও নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ারলী যুক্ত করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। এহেন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন গত ১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন এবং নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিশ্চিত করা আছে। এ অনুচ্ছেদ মতে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় অভিযোগ করে যে নির্বাচন কমিশন সরকারের ‘আজ্ঞাবহ’ থাকে, আর ক্ষমতাসীন সরকার সবসময় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন বলে দাবি করে।

তফসিল ঘোষণার পর আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন চাইলে প্রশাসনের মধ্যে রদবদল করতে পারে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে বিভাগীয় কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং তাদের অধস্তন কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা ছাড়া বদলি করা যাবে না।

অন্যদিকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বদলি করার প্রয়োজন হলে নির্বাচন কমিশন লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব সে বদলি কার্যকর করতে হবে। যদি কোন প্রার্থী নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধির গুরুতর লঙ্ঘন করেন, সেক্ষেত্রে প্রার্থিতা বাতিল করতে পারে নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়টিতে নির্বাচন কমিশনের পুরোপরি এখতিয়ার আছে। বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে উল্লেখ করা আছে, একজন রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচন কমিশন যেভাবে দায়িত্ব দেবে, তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। একজন রিটার্নিং অফিসার একটি এলাকায় ‘অল ইন অল’ বা সর্বেসর্বা। তার তত্ত্বাবধানের নির্বাচন পরিচালিত হয়। রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও বাতিল করা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার। নির্বাচনী কার্যক্রম ও ভোট চলাকালে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা কমিশনের হাতে আছে। তবে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট বা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি হবার পরে পুরো নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করা যাবে না। ভোট চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা আছে।

কমিশন আবশ্যিক মনে করলে ফলাফল গেজেট প্রকাশ করা স্থগিত রাখতে পারবে। নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ তদন্ত করতে পারবে। তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সংগত মনে করলে যেসব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেসব কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে গাইবান্ধায় একটি আসনে উপ-নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন অনিয়মের অভিযোগে সেদিনই ভোটগ্রহণ বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার তফসিল ঘোষণার সাথে সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য দায়িত্ব পালন করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন। নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়।”

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ ১৭টি রাজনৈতিক দল স্বাগত জানিয়েছে। অন্য দিকে, নির্দলীয় সরকারের

আবেদন করতে পারে।

নির্বাচন কমিশন চাইলে চলমান সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ বদলাতে পারে। যদি সেটি দরকার হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনের সে এখতিয়ার রয়েছে। সেক্ষেত্রে তফসিল সংশোধন করে দেয়া যায়। এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য তারিখগুলো পরিবর্তন করে দিতে পারে কমিশন। যেমন ২০০৮ সালে ড. এ টি এম শামসুল হুদার নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ নির্বাচনের তারিখ দিয়েছিলো। কিন্তু বিএনপি তখন নির্বাচনে আসবে কিনা সেনিয়ে নানা ধরনের আলোচনা চলছিল। এরপর বিএনপির দাবির ভিত্তিতে তাদের সাথে আলোচনার পর নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ২৯ ডিসেম্বর করা হয়েছিলো।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিএনপি এরূপ সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তা বিএনপির জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং নির্বাচনটিও অধিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। অন্যথায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সমন্বয়ে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হবে – এটি সন্দেহাতিতভাবেই বলা যায়।

লেখক: সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।